গঠনতন্ত্র



বাংলাদেশ নগদাজি ফেডারেশন

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা-১০০০

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ

ধারা-১ শিরোনাম।

ধারা-২ পারিভাষিক সংজ্ঞা।

ধারা-৩ ফেডারেশনের অধিকারের ব্যাপ্তি।

ধারা-৪ সদর দপ্তর।

ধারা-৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ধারা-৬ ফেডারেশনের পতাকা ও প্রতিক।

ধারা-৭ সদস্য

ধারা-৮ সদস্য পদের শর্তাবলী।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ফেডারেশনের সংগঠনসমূহ

ধারা-৯ সাধারণ পরিষদ।

ধারা-১০ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।

ধারা-১১ আর্থিক বছর।

ধারা-১২ বার্ষিক সাধারণ সভা ডাকার সময়।

ধারা-১৩ বার্ষিক সভার আলোচ্যসূচী।

ধারা-১৪ কার্যনির্বাহী পরিষদ।

ধারা-১৫ কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।

ধারা-১৬ কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

ধারা-১৭ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ।

ধারা-১৮ সভার নোটিশ।

ধারা-১৯ সভার কোরাম।

ধারা-২০ উপ-কমিটি।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

ধারা-২১ সদস্য ফি।

ধারা-২২ সদস্যের সাময়িক শূণ্যতা ও পূরণ।

ধারা-২৩ সদস্য পদ বাতিল।

ধারা-২৪ বিশেষ সাধারণ সভা অথবা তলবী সভা।

ধারা-২৫ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে ভোট গ্রহণ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ আর্থিক বিধি বিধান।

ধারা-২৬ তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা।

ধারা-২৭ খেলোয়াড় নিবন্ধীকরণ।

ধারা-২৮ আচরণ ও শৃঙ্খলা

পঞ্চম অধ্যায় ঃ নির্বাচন।

ধারা-২৯ নির্বাচন।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ গঠনতন্ত্র।

ধারা-৩০ গঠনতন্ত্রের সংশোধন।

ধারা-৩১ গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা।

বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন
বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা-১০০০।

'গঠন তন্ত্র'

প্রথম অধ্যায় ঃ

ধারা - ১ শিরোনাম ঃ এই সংগঠন "বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন" নামে অভিহিত হবে।

ধারা - ২ সংজ্ঞা ঃ

ক) এই গঠনতন্ত্রে 'ফেডারেশন' বলতে 'বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন'কে বুঝাবে।

খ) 'গঠনতন্ত্র' বলতে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র বুঝাবে।

গ) সদস্য বলতে বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন সমূহ ও মনোনীত সদস্যবর্গকে বুঝাবে।

ঘ) 'উপজেলা' 'জেলা' ও 'বিভাগ' বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক উপজেলা, জেলা ও বিভাগকে বুঝাবে।

ঙ) 'আঞ্চলিক' বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি প্রশাসনিক জেলা সমন্বয়ে গঠিত অঞ্চলকে বুঝাবে।

চ) 'সাধারণ পরিষদ' বলতে ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের - ৯ ধারা অনুযায়ী গঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদকে বুঝাবে।

ছ) 'কার্যনির্বাহী পরিষদ' বলতে ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের - ১৪ ধারা অনুযায়ী গঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদকে বুঝাবে।

জ) 'সভাপতি', 'সহ-সভাপতি', 'সাধারণ সম্পাদক', 'যুগ্ম-সম্পাদক', 'কোষাধ্যক্ষ' ও সদস্য বলতে ফেডারেশনের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ওসদস্যকে বুঝাবে।

ঝ) 'কাবাডি' বলতে এশিয়ান কাবাডি ফেডারেশন অনুমোদিত নিয়মের অধীনে পরিচালিত কাবাডি খেলাকে বুঝাবে।

ধারা - ৩ পরিধি ঃ সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী ফেডারেশনের কার্যক্রমের আওতা সম্প্রসারিত থাকবে।

ধারা - ৪ সদর দপ্তর ঃ ফেডারেশনের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত থাকবে।

ধারা - ৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ ফেডারেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ-

১) সমগ্র দেশে কাবাডি খেলার ব্যাপক প্রচলন, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও কাবাডি বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

২) জাতীয়, আঞ্চলিক, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কাবাডি সংস্থা/সংগঠন সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান, আর্থিক মঞ্জুরীসহ অন্যবিধসুযোগ-সুবিধা।

৩) আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কাবাডি প্রতিযোগিতা, প্রীতি ও প্রদর্শনী প্রতিযোগিতার আয়োজন সহায়তা প্রদান।

৪) আন্তর্জাতিক কাবাডি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় কাবাডি দলের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাপনা।

৫) আন্তর্জাতিক, আন্তদেশীয়, আঞ্চলিক কাবাডি সংস্থা সমূহের স্বীকৃতি অর্জন এবং এজন্য নির্ধারিত পরিমাণ চাঁদা প্রদান।

৬) বাংলাদেশ [illegible] খেলার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের উদ্দেশ্যে কাবাডি খেলোয়াড়/প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ।

৭) কাবাডি খেলার মান উন্নয়নকল্পে দেশব্যাপী প্রতিভা অন্বেষণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ

৮) কাবাডি সংস্থা/সংগঠন/খেলোয়াড়/সংগঠক/ব্যবস্থাপক/প্রশিক্ষক/রেফারী/আম্পায়ারদের মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রতি ও শৃংখলার নিশ্চয়তা বিধান।

৯) কাবাডি খেলার প্রচার ও প্রসার কল্পে এর উপর পুস্তক, পুস্তিকা, পত্রিকা, স্মরণিকা প্রকাশ।

১০) কাবাডিসহ বিভিন্ন ক্রীড়ার উপর দেশী/বিদেশী পুস্তিকা, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ভিডিও টেপ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

১১) আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কাবাডি খেলার উপর সেমিনার ওয়ার্কশপ, সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২) দুঃস্থ প্রাক্তন কাবাডি খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, সংগঠক, রেফারী-আম্পায়ারদের কল্যাণে কাবাডি কল্যাণ তহবিল গঠন ও পরিচালনা।

১৩) এশীয়ান কাবাডি ফেডারেশন প্রবর্তিত বিধি-বিধান অনুযায়ী ফেডারেশনের বিভিন্ন বিধি, উপবিধি প্রণয়ন। এবং

১৪) কাবাডি খেলার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ।

ধারা - ৬ ঃ
ফেডারেশনের
পতাকা ও প্রতীক ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা ও প্রতীক থাকবে যা সাধারন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত থাকবে।

ধারা - ৭ ঃ ৭.১
এফিলিয়েটেড
সংগঠনসমূহ ঃ নিম্নোক্ত ক্রীড়া সংগঠন সমূহ ফেডারেশনের সাথে এফিলিয়েটেড থাকবেঃ

১) বাংলাদেশ রাইফেল ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
২) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিশোধ
৩) বাংলাদেশ আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড
৪) বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
৫) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স রিক্রিয়েশন ক্লাব
৬) মহানগরী লিগিয়ার কাবাডি ক্লাব সমূহ
৭) প্রথম বিভাগ কাবাডি ক্লাব সমূহ
৮) মহানগরী দ্বিতীয় বিভাগ কাবাডি ক্লাব সমূহ
৯) কিশোর কাবাডি লীগের ক্লাব সমূহ
১০) জেলা ক্রীড়া সংস্থা
১১) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা

১২) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীত ২ জন সদস্য

১৩) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা

১৪) বাংলাদেশ কাবাডি রেফারী এসোসিয়েশন

১৫) আন্তঃ স্কুল ও মাদ্রাসা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীত - ১ জন।

৭.২ উল্লেখিত সংস্থা সমূহ নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত বাৎসরিক চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে ফেডারেশনে এফিলিয়েটেড থাকিতে পারিবে। প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের মধ্যে এফিলিয়েশন ফি প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায় এফিলিয়েশন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। সেক্ষেত্রে বকেয়া এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানা পরিশোধ পূর্বক ঐফিলিয়েশন নবায়ন করা যাইবে।

৭.৩ প্রতিযোগীতায় সহোযোগিতার ও কারিগরি উন্নয়নের জন্য আন্তঃ স্কুল ও মাদ্রাসা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের একজন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে থাকবে।

৭.৪ কাবাডি ফেডারেশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনায় সহোযোগিতার জন্য বাংলাদেশ কাবাডি রেফারী এসোসিয়েশনের দুই জন সদস্য সাধারন পরিষদে থাকবে।

ধারা - ৮ ঃ
সদস্য পদের শর্তাবলী

ক) ১) ধারা-৭ (ক) ক্রমিক নং - ১ থেকে ১৫ এ বর্ণিত ফেডারেশনের সদস্য সমূহকে স্ব-স্ব আওতার মধ্যে বছরে কমপক্ষে একটি করে কাবাডি টুর্ণামেন্টের/প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।

২) সকল সংগঠন সমূহকে ফেডারেশন আয়োজিত আন্তঃ জেলা কাবাডি/জাতীয় কাবাডি/যুব জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপে তিন বছরে অন্তত ১ বার অংশগ্রহন করিতে হবে।

৩) ফেডারেশন কর্তৃক পরিচালিত মহানগরী ক্লাব কাবাডি প্রতিযোগিতা ও মহানগরী দ্বিতীয় বিভাগ কাবাডি প্রতিযোগিতা উভয় সংগঠনের কমপক্ষে ৮টি কাবাডি দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪) সদস্য হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে ফেডারেশনে এ্যাফিলিয়েটেড এবং নির্ধারিত চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে।

খ) ফেডারেশনের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন সদস্য কোন উন্মুক্ত কাবাডি টুর্ণামেন্ট/চ্যাম্পিয়ানশীপের আয়োজন করতে পারবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ফেডারেশনের সংগঠনসমূহ।

ধারা - ৯ ঃ
সাধারণ পরিষদ

কাবাডি খেলা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের সকল ক্ষমতা ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে।
সাধারণ পরিষদ নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবেঃ-

১) বাংলাদেশ রাইফেল ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড - ১ জন

২) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিচালনা - ১ জন

৩) বাংলাদেশ আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড - ১ জন

৪) বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড - ১ জন

৫) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স রিক্রিয়েশন ক্লাব - ১ জন

৬) মহানগরী প্রিমিয়ার কাবাডি ক্লাব সমূহ - ৮ জন

৭) প্রথম বিভাগ কাবাডি ক্লাব সমূহ - ১২ জন

৮) মহানগরী দ্বিতীয় বিভাগ কাবাডি ক্লাব সমূহ - ৪ জন (সেমিফাইনালে উন্নীত)

৯) কিশোর কাবাডি লীগের ক্লাব সমূহ - ৪ জন (সেমিফাইনালে উন্নীত)।

১০) জেলা ক্রীড়া সংস্থা - ১ জন প্রতিনিধি।

১১) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা - ১ জন প্রতিনিধি।

১২) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীত - ২ জন সদস্য।

১৩) বাংলাদেশ কাবাডি রেফারী এসোসিয়েশন - ২ জন সদস্য।

১৪) আন্তঃ স্কুল ও মাদ্রাসা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীত - ১ জন।

১৫) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা - ২ জন।

১৬) নির্বাহী কমিটির সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

১৭) এশিয়ান এমেচার কাবাডি বা আন্তর্জাতিক কাবাডি সংগঠনের নির্বাহী কমিটিতে বাংলাদেশী প্রতিনিধি তার কার্যকাল সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনে সাধারন পরিষদের সদস্য হবে।

ধারা - ১০ ঃ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১) সাধারণ পরিষদ ফেডারেশনের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে।

২) ১৪ ধারা অনুযায়ী সভাপতি ব্যতিরেকে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্য বর্গের নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে।

৩) প্রয়োজনবোধে ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র, বিধি, উপ-বিধি প্রণয়ন ও সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক পেশ কৃত বার্ষিক রিপোর্ট বিবেচনা ও অনুমোদন করবে।

৫) ফেডারেশনের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করবে।

৬) কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবেচনা ও অনুমোদন করবে।

৭) প্রতি বছর অডিটর নিয়োগ ও অডিটরের সম্মানী নির্ধারণ করবে।

৮) কার্যনির্বাহী পরিষদের সুপারিশক্রমে ধারা-৯ অনুযায়ী ফেডারেশনের নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন করবে।

৯) ফেডারেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক কোন প্রস্তাব যথাসময়ে নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

১০) কাবাডি খেলার প্রচার প্রসার ও মান উন্নয়নের জন্য গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত হয়নি এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ধারা - ১১ ঃ আর্থিক বছর ইংরেজি পঞ্জিকা অনুসারে জুলাই থেকে জুন মাস ফেডারেশনের আর্থিক বছর নির্ধারিত থাকবে।

ধারা - ১২ ঃ ফেডারেশনের আর্থিক বছর শেষ হওয়ার অনধিক ৬০ দিনের মধ্যে প্রতি বছর ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করবে। সাধারণ সম্পাদক কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিনের সময় দিয়ে সভার নোটিশ প্রদান করবেন। সকল সদস্যদের অবগতির নিমিত্তে তিনি ডাকযোগে নোটিশ প্রেরন ছাড়াও

সংবাদ পত্রে সভার বিষয়টি প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। কোন সদস্য কোন কারণে সভার নোটিশ না পেলে তা বার্ষিক সভায় যোগদানে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

ধারা - ১৩ বার্ষিক সভার আলোচনা সূচী : এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র কোথাও উল্লেখিত হয়ে না থাকলে বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নিষ্পন্ন হবেঃ-

১) পূর্ববর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন;

২) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক বাজেট বিবেচন ও অনুমোদন;

৩) কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পেশকৃত পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক বাজেট বিবেচনা ও অনুমোদন;

৪) কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পেশকৃত পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী বিবেচনা ও অনুমোদন;

৫) পরবর্তী বছরের আয়-ব্যায়ের হিসাব নিরীক্ষণের জন্য অডিটর নিয়োগ ও তার সম্মানী নির্ধারণ;

৬) ফেডারেশনের কোন সদস্য কর্তৃক বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত নোটিশ বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৭) সভাপতির অনুমোদনক্রমে যে কোন বিষয়ের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ধারা - ১৪ কার্যনির্বাহী পরিষদ : ফেডারেশনের নির্বাহী দায়িত্ব পালনের জন্য একটি কার্য নির্বাহী পরিষদ থাকবে এবং তা নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবেঃ

১)	সভাপতি	১ জন (সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত)
২)	সহ-সভাপতি	৪-~~৫~~ জন (সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত)
৩)	সাধারণ সম্পাদক	- ১ জন (সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত)
৪)	যুগ্ম-সম্পাদক	- ২ জন (সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত)
৫)	কোষাধ্যক্ষ	- ১ জন (সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত)
৬)	সদস্য	১৩-~~২০~~ জন (সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত)
(ক)	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত	- ~~১~~ জন।
	মোট	- ৩~~১~~ জন।

১৪.১ : নির্বাচনের পনর দিনের মধ্যে নবনির্বাচিত কমিটির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে। অন্যথায় ষোলতম দিন হইতে নব নির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

১৪.২ : কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্যের মৃত্যু, পদত্যাগ, শাস্তিমূলক বহিস্কার অথবা অন্যকোন কারণে কোন পদ শূন্য হইলে কার্যনির্বাহী কমিটি নিজ সদস্য অথবা সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করিতে পারিবে।

১৪.৩ : কোন কারণে কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ অর্থাৎ চার বৎসর পূর্তির পরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে সেই ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে সভাপতি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে একটি এড্‌হক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। এই কমিটি সর্বোচ্চ তিনমাস সময়ের জন্য হইবে এং উক্ত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিবে এবং উক্ত সময়ের সার্বক্ষনিক কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

১৪.৪ : একজন প্রার্থী একটির বেশী পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবে না।

১৪.৫ : নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে

ধারা - ১৫ ঃ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিম্নরূপ হবেঃ-

ক্ষমতা ও দায়িত্ব ক) ধারা ৯ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ পরিষদের নতুন সদস্যদের অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে বিবেচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন;

খ) ধারা ১৪-এ বর্ণিত কার্যনির্বাহী কমিটির গঠিত হওয়ার পর প্রয়োজনানুযায়ী স্ট্যান্ডিং কমিটি (সমূহ) গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ) কমপক্ষে প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর কার্যনির্বাহী পরিষদের সভানুষ্ঠান;

ঘ) ফেডারেশনের আর্থিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ;

ঙ) বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ, স্থান ও সময় নির্ধারণ;

চ) সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন ও কোষাধ্যক্ষ এর নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন;

ছ) গঠনতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী নয় এবং ফেডারেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন;

জ) স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যাবলীর অনুসমর্থনের জন্য কমিটি কর্তৃক পেশকৃত বিভিন্ন প্রতিবেদন বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) সদস্যদের কার্যক্রমের সমন্বয়, সদস্যদের মধ্যে উদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধান

ঞ) সদস্যদের শৃংখলা ভংগকারী কোন কার্যক্রমের উপর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ

ট) বিভিন্ন দেশী-বিদেশী কাবাডি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে জাতীয় কাবাডি দলের নির্বাচন অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঠ) ফেডারেশন অনুমোদিত কোন সংস্থা/সংগঠনের কাবাডি দলের বিদেশ ভ্রমনের অনুমতি প্রদান;

ড) আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত কোন সভা, সমিতি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রতিনিধি মনোনয়ন;

ঢ) ফেডারেশনের অফিসের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি, পূরণ ও তাহাদের বেতন নির্ধারণ এবং

ণ) ফেডারেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ।

ধারা - ১৬ ঃ

কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দের

ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

১। সভাপতি ঃ

ক) সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে প্রথম সহ-সভাপতি এবং অনুরূপভাবে তাঁর অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতি এবং সহ-সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্য বৃন্দের নির্বাচিত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

খ) কোন বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে যদি ভোটগ্রহণ করা হয় এবং ভোটের ফলাফল টাই হলে সভাপতি তার কাষ্টিং ভোট প্রদান করতে পারবেন।

গ) কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলে তার তাৎক্ষনিক সমাধানকল্পে সভাপতি প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে গৃহীত ব্যবস্থা কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করে ঘটনা উত্তর অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। সহ-সভাপতি ঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতি ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। সাধারণ সম্পাদক ঃ

ফেডারেশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সাধারণ সম্পাদক তার দায়িত্ব পালন করবেন তার কর্তব্য নিম্নরূপ হবেঃ-

ক) সভাপতির পরামর্শে সাধারণ সম্পাদক ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার নোটিশ জারী করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রণয়ন, অনুমোদন ও সংরক্ষণ করবেন। তিনি অনুমোদিত কার্যবিবরনী সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে প্রেরণ করবেন।

খ) তিনি বার্ষিক কার্যবিবরণী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

গ) তিনি বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রণয়ন করে সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন।

ঘ) তিনি ফেডারেশনের সকল রেকর্ডপত্র ও সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং এর যথাযথ তালিকা সংরক্ষণ করবেন।

ঙ) ফেডারেশনের পক্ষে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পত্র মারফত সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

চ) ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সকল ব্যয় বিল অনুমোদন এবং কোষাধ্যক্ষের সাথে যুগ্মভাবে চেক স্বাক্ষর করবেন।

ছ) তিনি সাধারণ পরিষদ কিংবা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন এবং

জ) ফেডারেশনের কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তিনি কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব যুগ্ম সম্পাদকের উপর ন্যাস্ত করতে পারেন।

৪। যুগ্ম-সম্পাদক ঃ

ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনায় সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা দান করবেন। কার্যনির্বাহী সিদ্ধান্ত মোতাবেক যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়ের উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

৫। কোষাধ্যক্ষ ঃ

ক) ফেডারেশনের পক্ষে সকল অর্থ গ্রহণ ও অর্থ প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যাংকে অর্থ জমা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।

খ) তিনি ফেডারেশনের পক্ষে যে অর্থ গ্রহণ করবেন তার যথাযথ রসিদ প্রদান এবং ফেডারেশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

গ) তিনি ফেডারেশনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন করে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

ঘ) তিনি ফেডারেশনের বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদনক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

ঙ) ফেডারেশনের তহবিল পরিচালনার জন্য তিনি সাধারণ সম্পাদকের সাথে যুগ্ম ভাবে চেক স্বাক্ষর করবে এবং

চ) ফেডারেশনের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১০০০/- টাকা "ইমপ্রেষ্ট ক্যাশ" হিসাবে নিজের কাছে রাখতে পারবেন।

ধারা - ১৭ ঃ
কার্যনির্বাহী
পরিষদের মেয়াদ ঃ সভাপতিকে কার্য নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যবর্গের কার্যকালের মেয়াদ কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে ৪ (চার) বছর হবে।

ধারা - ১৮ ঃ
সভার নোটিশ ঃ ক) সাধারণ পরিষদের সভা ২১ দিনের নোটিশে আহ্বান করতে হবে।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ৭ দিনের সময় নিয়ে সাধারণ সম্পাদক সভার নোটিশ জারী করবেন। তবে জরুরী পরিস্থিতিতে সভাপতিরনির্দেশক্রমে ৪৮ ঘন্টার নোটিশে সভা আহ্বান করা যাবে।

ধারা - ১৯ ঃ
সভার কোরাম ঃ মোট এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধরণ সভা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা, স্ট্যান্ডিং কমিটিচ সহ অন্যান্য কমিটির সভার কোরাম হয়েছে বলে গণ্য হবে। সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ ও স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত না হলে মুলতবী হয়ে যাবে। এই মুলতবী সভা পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে একই স্থানে ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। মুলতবী সভার জন্য কোন নোটিশ বা কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ধারা - ২০ ঃ
উপ- কমিটি ফেডারেশনের বিভিন্ন কার্যাবলী ও খেলাধূলা পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি থাকবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ এসব উপ-কমিটি গঠন ও তাদের কার্য পরিধি নির্ধারন করে দিবে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

ধারা - ২১ ঃ
সদস্য ফি ঃ গঠনতন্ত্রের ধারা - ৯ এ বর্ণিত সদস্য ব্যতিরেকে অন্য সকল সদস্যকে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ও নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

ধারা - ২২ ঃ
সদস্যের সাময়িক
শূণ্যতা ও পূরণ ঃ গঠনতন্ত্রের ধারা - ৯ ও ১৪ বলে গঠিত যথাক্রমে সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য পদ নিম্নবর্ণিত কারণে শূণ্য হতে পারে ঃ

ক) পদত্যাগ;

খ) মৃত্যু

গ) উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত ৪ (চার) মাসের অধিককাল বাংলাদেশের বাইরে অবস্থান;

ঘ) উপযুক্ত কার্যকরণ ছাড়া কার্যনির্বাহী পরিষদের পর পর ৩ (তিন)টি সভায়অনুপস্থিতি;

ঙ) বিশেষ অবস্থায় প্রেক্ষাপটে দায়িত্ব পালনে অসামর্থ্যতা।

ধারা - ২৩ ঃ
সদস্য পদ বাতিলঃ

ক) মনোনীত সদস্য ব্যতীত অন্য কোন সদস্য ৬ (ছয়) মাসের অধিককাল নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হলে কার্যনির্বাহী পরিষদ ঐ সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে।

খ) এরূপ বাতিল হয়ে যাওয়া সকল বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করতে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারেন। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভার নির্দিষ্ট তারিখের ৩০ দিন পূর্বে সকল বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করলে সদস্য পদ পুনঃপ্রবহাল হবে।

গ) ধারা ৭ এ বর্ণিত সদস্যপদের শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হলে কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে। তবে এরূপ বাতিলকৃত সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট শর্ত পালন ও কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে পুনঃ বহাল হতে পারবে।

ধারা - ২৪ ঃ
বিশেষ সাধারণ সভা অথবা তলবী সভাঃ

ক) উদ্ভূত কোন জরুরী পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক বিশেষ সাধারণ সভা ১০ (দশ) দিনের নোটিশে আহবান করতে পারবেন।

খ) সাধারণ পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত দাবী মোতাবেক ফেডারেশনের সভাপতি কর্তৃক তলবী সভা আহবান করা যেতে পারে। তবে তলবী সভা আহ্বানের দাবী লিপিতে সভার আলোচ্য বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। সাধারণ সম্পাদক আলোচ্য সূচীসহ এরূপ তলবী সভার নোটিশ কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে জারী করবেন।

ধারা - ২৫ ঃ
সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধে ভোট গ্রহণ ঃ

সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ কিংবা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভোটাভুটির প্রয়োজন হলে সাধারণ হাত উঠিয়ে প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন জানান যাবে। সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দাবী মোতাবেক ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

ধারা - ২৬ ঃ
তহবিল ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে ফেডারেশনের তহবিল ফেডারেশনের সদর দপ্তরে যে কোন তফসিল ব্যাংকে রাখতে হবে। সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যুগ্মভাবে ফেডারেশনের তহবিল পরিচালনা করবেন। তবে জরুরী প্রয়োজনে এই দু'জন কর্মকর্তার যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে সভাপতির স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

ধারা - ২৭ ঃ
খেলোয়াড় নিবন্ধীকরণঃ

ক) বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সংস্থার সকল খেলোয়াড় ফেডারেশনের সাথে নিবন্ধীকৃত হবে। উপযুক্ত নিবন্ধী করণ ছাড়া কোন খেলোয়ার কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারবে না।

খ) নিবন্ধীকৃত যে কোন খেলোয়াড় জাতীয় অথবা ফেডারেশনের প্রয়োজনে তাৎক্ষনিকভাবে ফেডারেশনে উপস্থিত থাকতে বাধ্য থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় এর নিয়ন্ত্রক সংগঠন তাৎক্ষনিক ভাবে সে খেলোয়াড়কে ছাড়পত্র প্রদান করবে।

ধারা - ২৮ ঃ

আচরণ ও শৃঙ্খলাঃ ফেডারেশনের স্বার্থ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে যদি কোন খেলোয়ার বা সংগঠক, ক্লাব/সংস্থা লিপ্ত হয় তবে কার্যনির্বাহী পরিষদ তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

ধারা - ২৯ ঃ

নির্বাচনঃ ২৯.১ কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের জন্য অনধিক চার সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে। ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি এই কমিশন গঠন করিতে পারিবে অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে এই কমিশন গঠন করা যাইবে।

২৯.২ নির্বাচন কমিশন বিধিমালা প্রণয়ন, ভোটার তালিকা প্রদান, কাউন্সিলার চূড়ান্তকরণসহ যাবতীয় কার্যাদি পালনপূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

২৯.৩ এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র অনুচ্ছেদে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে যাহাই বর্ণনা করা থাকুক, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে বার্ষিক সাধারণ সভা কিংবা বিশেষ সাধারণ সভা ছাড়াও ভোটারদের নির্দিষ্ট স্থানে আহ্বানপূর্বক নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

ধারা - ৩০ ঃ

গঠনতন্ত্রের সংশোধনঃ গঠনতন্ত্রের কোন ধারা কিংবা উপ-ধারা সংশোধনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ৪ (চার) মাস পূর্বে সাধারণ সম্পাদক বরাবরে লিখিত নোটিশ প্রদান করতে হবে। এই নোটিশের সংশোধনী প্রস্তাব সংযুক্ত থাকবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের পূর্ব অনুমোদনের বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্য সূচীতে সংশোধনী প্রস্তাব অন্তরভূক্ত থাকবে। ফেডারেশনের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রেক্ষিতে গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট সংশোধনী অনুমোদীত ও গৃহিত হবে।

৩০.১ ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাধারন পরিষদের কাছে আবেদন করা যাবে এবং সাধারন পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা - ৩১ ঃ

গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যাঃ গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়নি এমন কোন বিষয় কিংবা এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারা/উপধারা/নিয়ম/উপনিয়ম সম্পর্কে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং ফেডারেশনের সদস্যবর্গ তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। ফেডারেশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত বিচারালয়ে কোন মামলা বা আপিল করা যাবে না এবং এরূপ কোন মামলা কিংবা আপিল করা হলে তা আইনের দৃষ্টিতে অচল ও অগ্রহণ যোগ্য বলে গন্য হবে।

নিঃ দ্রঃ ৬ই জানুয়ারী, ২০০১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশোধিত ও অনুমোদিত।

(আলহাজ্ব হাবিবুর রহমান মোল্লা এম, পি)
সভাপতি
বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন

তারিখঃ ০৬/০১/২০০১ ইং।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

৮। ধারা ১৪.৫ ক্রমিকে নিম্নলিখিতভাবে একটি ধারা সন্নিবেশিত হবে ঃ

'নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে';

৯। স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/সংগঠক সরাসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন;

১০। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের শেষে নিম্নরূপ একটি ধারা সংযোজিত হবে;

ধারা .....

(ক) এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হবে;

(খ) অকার্যকর ও বাতিল গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত আইনানুগ সকল কার্যাদি, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলে গণ্য হবে না।

অতএব, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ০৩ (তিন) প্রস্থ গঠনতন্ত্র এবং তদ্অনুযায়ী কাউন্সিলরদের নামের তালিকা আগামী ১০ দিনের মধ্যে পরিষদে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

আপনার একান্ত,

১৯/০৮/২০০৫

(এস. এম. শিবলী নজির)
সচিব
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

অনুলিপি অবগতির জন্য ঃ-

সভাপতি
বাংলাদেশ কাবডি ফেডারেশন

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

নং - এনএসসি/১২০/১৩/জেন(৩)/ ২৮২১

তারিখ ঃ ০৮/০৯/২০০৫ ইং।

প্রেরক ঃ সচিব
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

প্রাপক ঃ সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন, ঢাকা।

বিষয় ঃ **বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন-এর গঠনতন্ত্র সংশোধনী ও অনুমোদন প্রসংগে।**

মহোদয়,

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ১৯তম কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী গঠিত ফেডারেশনসমূহের গঠনতন্ত্র যাচাই-বাছাই ও সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন-এর গঠনতন্ত্রে নিম্নরূ সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে ঃ

সংশোধনী ঃ

১। ধারা ৭.১.১৩ বিলুপ্ত হবে;

২। ধারা ৮ বিলুপ্ত হয়ে তদস্থলে শুধুমাত্র "সকল সংগঠন সমূহকে ফেডারেশন আয়োজিত আন্তজেলা কাবাডি/জাতীয় কাবাডি/যুব জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপে ৪ বছরে ন্যূনতম ২ বার অংশগ্রহণ করতে হবে" প্রতিস্থাপিত হবে;

৩। ধারা ৯.৯ বিলুপ্ত হবে;

৪। ধারা ৯.১২-তে উল্লেখিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীত '২ জন' সদস্যের স্থলে '৫ জন' সদস্য প্রতিস্থাপিত হবে;

৫। ধারা ৯.১৩ বাংলাদেশ কাবাডি রেফারী এসোসিয়েশন-এর '২ জন' সদস্যের স্থলে '১ জন' সদস্য প্রতিস্থাপিত হবে;

৬। ধারা ৯.১৪ বিলুপ্ত হবে;

৭। ধারা-১৪ নিম্নরূপভাবে সংশোধিত হবে ঃ

'বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের নিম্নোক্ত কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে' ঃ

সভাপতি	ঃ	০১ জন
সহ-সভাপতি	ঃ	০৪ জন
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	০১ জন
যুগ্ম-সম্পাদক	ঃ	০২ জন
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	০১ জন
সদস্য	ঃ	১৬ জন
মোট	ঃ	২৫ জন

(চলমান পাতা - ২)